Political Science - DSC-1D – 4th Semester

(CC-4): Introduction to International Relations

Topic no. 1. Approaches to International Relations

Classical Realism (Hans Morgenthau)

By- Shyamashree Roy, Assistant Professor, Political Science.

ধ্রুপদী বাস্তববাদ (হান্স মরজেন্টাও)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক - International Relations (IR) - সাধারণত আন্তর্জাতিক স্টাডিজ (আইএস), গ্লোবাল স্টাডিজ (জিএস) হিসাবেও পরিচিত - এটি বিশ্বব্যাপী রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আইনের আন্তঃসংযুক্ততার গবেষণা। একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে এটি হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্র, বৈশ্বিক অধ্যয়নের অনুরূপ একটি আন্তঃ শাখামূলক একাডেমিক ক্ষেত্র, বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একাডেমিক অনুশাসন যেখানে শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক শাখায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি কোর্স গ্রহণ করে। সব ক্ষেত্রেই এই ক্ষেত্রটি সার্বভৌম রাজ্য, আন্ত-সরকারী সংস্থা (আইজিও), আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাগুলি (আইএনজিও), অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং বহুজাতিক কর্পোরেশন (এমএনসি) এর মতো রাজনৈতিক সত্তার (রাষ্ট্রসমূহ) মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে অধ্যয়ন করে , এবং এই মিথস্ক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত বিস্তৃত বিশ্ব-সিস্টেমগুলি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি একাডেমিক এবং একটি পাবলিক পলিসি ক্ষেত্রে এবং তাই ইতিবাচক এবং আদর্শিক হতে পারে, কারণ এটি প্রদত্ত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করে এবং সূত্র দেয়।

রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন, যোগাযোগ অধ্যয়ন, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অপরাধীবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি আসে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি বিশ্বায়ন, কূটনৈতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক সুরক্ষা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, পারমাণবিক বিস্তার, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈশ্বিক অর্থ, সন্ত্রাসবাদ এবং মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলিকে ধারণ করে।

আইআর (I.R) তত্ত্বগুলি আদর্শিকতার ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। সমস্যাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নন-আদর্শিক অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বগুলি বিশ্ব রাজনীতিতে (বিশ্ব কী) কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা বা প্রবণতা কেন বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, যেখানে আদর্শিক তত্ত্বগুলি যে ঘটনাগুলি বা প্রবণতাগুলির সাথে সম্পর্কিত সেগুলি সম্পর্কিত (বিশ্ব কী) হওয়া উচিত) এবং সেই অনুসারে কীভাবে নৈতিক বিচার করা যায়। স্মিথ, বেইলিস ও ওভেনস (২০০৮) কে তৈরি করে যে আদর্শিক অবস্থান বিশ্বকে একটি আরও ভাল জায়গা করে তোলার জন্য এবং এই তাত্ত্বিক বিশ্বদর্শনটি এমন একটি অনুমিত ধারণা এবং সুস্পষ্ট অনুমান সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা করার চেষ্টা করে যা একটি নন-আদর্শিক অবস্থান গঠন করে এবং রাজনৈতিক

উদারনীতি, মার্কসবাদ, রাজনৈতিক গঠনবাদ, রাজনৈতিক বাস্তববাদ, রাজনৈতিক আদর্শবাদ এবং রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মতো অন্যান্য মূল-রাজনৈতিক-তত্ত্বের লোকের প্রতি আদর্শকে সারিবদ্ধ করুন বা অবস্থান করুন।

বাস্তববাদ (Realism), যা রাজনৈতিক বাস্তববাদ হিসাবেও পরিচিত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা এর প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্বন্দ্বমূলক দিককে জোর দেয়। এটি সাধারণত আদর্শবাদ বা উদারতাবাদের সাথে বিপরীত হয়, যা সহযোগিতার উপর জোর দেয়। বাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের মূল অভিনেতাদের রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করে, যা তাদের নিজস্ব সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত, তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের জন্য কাজ করে এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই করে। শক্তি এবং স্বার্থের উপর বাস্তববাদীদের জোরের নেতিবাচক দিকটি প্রায়শই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক রীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত তাদের সংশয়বাদ

বিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃত্তিতে আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকের আদর্শবাদীরা (যাকে উদারপন্থী আন্তর্জাতিকবাদী বা ইউটোপিয়ানও বলা হয়) আরেকটি বিশ্ববিরোধ রোধে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল। তারা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সমর্থিত আন্তর্জাতিক আইনের একটি সম্মানিত ব্যবস্থা তৈরি হিসাবে দেখেছিল। এই আন্তঃ যুদ্ধ আদর্শবাদের ফলে 1920 সালে লীগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং 1928 সালের কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তিতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, নরম্যান অ্যাঞ্জেল, আলফ্রেড জিম্মার্ন, এবং রেমন্ড বি ফসডিক এবং এই সময়ের অন্যান্য বিশিষ্ট আদর্শবাদীরা, লিগ অফ নেশনসকে (League of Nations) তাদের বৌদ্ধিক সমর্থন দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের অনিবার্যতা হিসাবে কেউ কেউ কী দেখতে পাবে সেদিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে তারা সাধারণ স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছিল যা মানবতাকে ক্যবদ্ধ করতে পারে এবং যুক্তিবাদ এবং নৈতিকতার প্রতি আবেদন করার চেষ্টা করেছিল। তাদের পক্ষে যুদ্ধ অহঙ্কারী মানব প্রকৃতির দ্বারা উদ্ভূত হয় নি, বরং অসম্পূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক বিন্যাসে উন্নত হতে পারে। তবুও তাদের ধারণাগুলি ইতিমধ্যে 1930 এর দশকের গোড়ার দিকে রেইনহোল্ড নিবুহর(Reinhold Niebuhr) এবং কয়েক বছরের মধ্যে ই .এইচ. কার (E.H. Carr) দ্বারা সমালোচনা করা হয়েছিল।

লীগ অফ নেশনস, যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কখনই যোগ দেয় নি এবং যেখান থেকে জাপান ও জার্মানি প্রত্যাহার করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব রোধ করতে পারেনি। এই সত্যটি সম্ভবত কোনও তাত্ত্বিক যুক্তির চেয়ে বেশি, একটি দৃ real্ বাস্তববাদী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। যদিও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এখনও আদর্শবাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারার পণ্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের প্রথম দিকের জনগুলির মতো "ধ্রুপদী" বাস্তববাদীদের কাজ দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শৃঙ্খলা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এইচ। হার্জ, হান্স মরজেন্টাও, জর্জ কেন্নান, এবং রেমন্ড আরন। এরপরে, 1950 এবং 1960 এর দশকে, শাস্ত্রীয় বাস্তবতা আন্তর্জাতিক পলিটিক্সের অধ্যয়নের জন্য আরও বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতির প্রবর্তনের চেষ্টা করা পন্ডিতদের চ্যালেঞ্জের মধ্যে এসেছিল। ১৯২০ এর দশকে এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের একটি নতুন প্রবণতার পথ দেখিয়েছিল – নিউওরিয়ালিজম (Neo-Realsim)।

হান্স জে। মরজেন্টাউ (১৯০৪-১৯৮০) বাস্তববাদকে একটি বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব হিসাবে বিকশিত করেছিলেন। Power ক্ষমতার জন্য অতৃপ্ত মানুষের লালসা, কালজয়ী এবং সর্বজনীন, যা তিনি আনিমাস ডমিন্দি, আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষার সাথে চিহ্নিত করেন, তার পক্ষে দ্বন্দ্বের মূল কারণ। যেমন তিনি তাঁর মূল কাজটিতে দৃঢ়তার সাথে জোর দিয়েছিলেন, ***পলিটিক্স ইন নেশনস: দ্য স্ট্রাগল ফর পাওয়ার অ্যান্ড পিস, (Politics among Nations:the struggle for power and peace) ১৯৪৮*** সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, "আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমস্ত রাজনীতির মতোই, শক্তি সংগ্রাম"। রাজনৈতিক বাস্তবতার ছয় নীতি মরজেন্টাউ দ্বারা তালিকাভুক্ত -

1) রাজনীতি হ'ল উদ্দেশ্যমূলক আইন দ্বারা পরিচালিত হয় যা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত। এই আইনগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না এবং মানুষের পছন্দকে অবিচ্ছিন্ন করে তোলে। রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি যৌক্তিক তত্ত্ব এই আইনগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে।

২) মরজেন্টাউয়ের মতে, "রাজনৈতিক রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আড়াআড়ি দিয়ে পথ খুঁজে পেতে মূল সাইনপোস্টটি হ'ল ক্ষমতার দিক থেকে সংজ্ঞায়িত স্বার্থের ধারণা।" যৌক্তিক বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিক বা নৈতিক উদ্বেগ, মতাদর্শগত পছন্দ, কুসংস্কার, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক সহানুভূতি বা মূল্য-বোঝা পছন্দগুলির কোনও স্থান বা স্থান নেই। মরজেন্থাউ-এর মতে, যুক্তিযুক্ত বৈদেশিক নীতিকে একটি ভাল এবং সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ কেবল যুক্তিযুক্ত বৈদেশিক নীতিই ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করতে পারে এবং রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারে।

3) হান্স। জে মরজেন্টাউ বলেছেন, "স্বার্থের ধারণাটি আসলেই রাজনীতির মূল ধারণা এবং সময় এবং স্থানের পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।" সুতরাং রাষ্ট্র ক্ষমতার রূপ এবং প্রকৃতি সময়, স্থান এবং প্রসঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে তবে ধারণাটি জাতীয় স্বার্থ একইরূপে রয়ে গেছে। রাজনৈতিক পদক্ষেপের দৃ ় সংকল্পে পরিবেশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিযুক্ত করেছে মরজেন্টাউ।তিনি বলেছেন যে ক্ষমতার বিষয়বস্তু এবং এর ব্যবহারের পদ্ধতিটি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪) মরজেন্থাউ তাঁর 'Politics Among Nations ' -তে লিখেছেন যে "বাস্তবতা বজায় রাখে যে সার্বজনীন নৈতিক নীতিগুলি তাদের বিমূর্ত সার্বজনীন গঠনে রাষ্ট্রের ক্রিয়াগুলিতে প্রয়োগ করা যায় না, তবে তাদের অবশ্যই সময় এবং স্থানের সঙ্কলিত পরিস্থিতিতে ফিল্টার করা উচিত।" এর অর্থ হ'ল সর্বজনীন নৈতিক নীতিগুলি কোনও রাষ্ট্রের যৌক্তিক আচরণকে পরিচালনা করে না, যদিও রাষ্ট্রীয় আচরণ অবশ্যই নৈতিক ও নৈতিক প্রভাব ফেলে। রাজ্যগুলি কোনও নৈতিক এজেন্ট নয়। একটি রাষ্ট্রের তার নৈতিক ও নৈতিক নীতিগুলিকে সফল যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক আচরণ এবং কর্মের পথে যেতে দেয়ার কোনও অধিকার নেই।

আসলে, একটি রাষ্ট্র যে নৈতিক নীতি অনুসরণ করতে পারে তা সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে 'জাতীয় বেঁচে থাকার' দ্বারা।

৫) মরজেন্থাউ জোর দিয়ে বলেছেন যে রাজনৈতিক বাস্তববাদ "মহাবিশ্বকে পরিচালিত নৈতিক আইন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট জাতির নৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে চিহ্নিত করে না"। নৈতিক নীতিগুলির কোনও সার্বজনীন সেট নেই। মরজেন্টাউ দৃভাবে দাবি করেছেন যে রাজ্যগুলি সময়ে সময়ে তাদের নিজস্ব আচরণ ও নৈতিকতা বা নৈতিক দিক দিয়ে আচরণ করতে প্ররোচিত হবে, তবে এটি আসলে ক্ষমতার দিক দিয়ে সংজ্ঞায়িত আগ্রহের ধারণা যা একটি রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত আচরণকে পরিচালনা করে এবং সংরক্ষণ করে রাজনৈতিক ভুল এবং ফলশ্রুতি থেকে রেহাই। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ এবং যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা রাষ্ট্রীয় আচরণের নির্ভরযোগ্য গাইড এবং কোনও সর্বজনীন নৈতিক মান বা নীতি নয়।

বৌদ্ধিকভাবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি অর্থনীতি, আইনী বা নৈতিকতার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত এবং পৃথক মরজেন্থাউ বলেছেন যে একজন রাজনৈতিক বাস্তববাদী শক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত স্বার্থের বিবেচনায় চিন্তা করেন, যেমন একজন অর্থনীতিবিদ ধন-সম্পদ ও উপযোগের ক্ষেত্রে আইনী বিধি অনুসারে আইনজীবি এবং নৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে নৈতিকবাদী হিসাবে বিবেচনা করেন। যেমন তিনি লেখেন যে অর্থনীতিবিদ হিসাবে প্রশ্ন রয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট নীতি কীভাবে একটি সমাজের সম্পদকে প্রভাবিত করবে; একইভাবে, "রাজনৈতিক বাস্তববাদী জিজ্ঞাসা করেন: এই নীতিটি কীভাবে জাতির ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?"

যদিও মরজেন্টাউয়ের বাস্তববাদের ছয়টি নীতিতে পুনরাবৃত্তি এবং অসঙ্গতি রয়েছে তবে আমরা তাদের থেকে নিম্নলিখিত চিত্রটি পেতে পারি: শক্তি বা আগ্রহ এমন একটি কেন্দ্রীয় ধারণা যা রাজনীতিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত শৃঙ্খলায় পরিণত করে। যুক্তিযুক্ত রাষ্ট্রের অভিনেতারা তাদের জাতীয় স্বার্থ অনুসরণ করে। সুতরাং, আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি যৌক্তিক তত্ত্ব নির্মিত যেতে পারে। এই জাতীয় তত্ত্বটি নৈতিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, উদ্দেশ্য বা পৃথক রাজনৈতিক নেতার আদর্শিক পছন্দগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়।

মরজেন্থাউ বাস্তববাদকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে চিন্তাভাবনার উপায় এবং নীতিমালা তৈরির জন্য একটি দরকারী হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করে। তবে তাঁর তত্ত্বের কিছু প্রাথমিক ধারণা এবং বিশেষত দ্বন্দ্বের ধারণা মানব প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হিসাবে, পাশাপাশি শক্তির নিজেই ধারণা সমালোচনাকে উস্কে দিয়েছে।

সমালোচনা - রেমন্ড অ্যারন এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা যেমন লক্ষ্য করেছেন, শক্তি, মরজেন্টাওয়ের বাস্তববাদের মূল ধারণাটি দ্বিধাগ্রস্ত। এটি রাজনীতির একটি উপায় বা শেষ হতে পারে। তবে ক্ষমতা যদি অন্য কিছু অর্জনের উপায় মাত্র হয় তবে মরজেন্টাও যেভাবে দাবি করেছেন তাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয় না। এটি আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শিক পছন্দ থেকে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রগুলির ক্রিয়াকলাপ বুঝতে দেয় না I এটি রাজনীতিকে স্বায়ত্তশাসিত ক্ষেত্র হিসাবে সংজ্ঞায়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে না। মরজেন্থাউয়ের বাস্তববাদের নীতিগুলি সন্দেহের জন্য উন্মুক্ত।

তবে ক্যার ও মরজেন্থাউ মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করলেও তাদের বাস্তববাদ ঘরোয়া রাজনীতিতেও প্রয়োগ হতে পারে। একটি ধ্রুপদী বাস্তববাদী হওয়াই সাধারণভাবে রাজনীতিকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার লড়াই হিসাবে বিবেচনা করা, এবং সাধারণ স্বার্থকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করার পরিবর্তে নৈতিকতার চেয়ে শান্তির সন্ধান করা।